যুগান্তর

তারিখ ০৫ OCT 2016
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৩

সৃজনশীলে প্রশ্ন ৭টিই থাকবে

৯ অক্টোবর সংবাদ সম্মেলনে আসছেন শিক্ষামন্ত্রী

যুগান্তর রিপোর্ট

এসএসসি-এইচএসসি পরীক্ষায় সৃজনশীল অংশের বর্ধিত প্রশ্ন কমানো হবে না। সার্কুলার অনুযায়ী ৭টি প্রশ্নই থাকবে। এতে পূর্ণমান হবে ৭০ নম্বর। আর এমসিকিউ প্রশ্ন থাকবে ৩০ নম্বর। মঙ্গলবার বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোতে (ব্যানবেইস) অনুষ্ঠিত এক সভায় এমন সিদ্ধান্ত হয়েছে। এতে সভাপতিত্ব করেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। ১৮ সেপ্টেম্বর এসএসসি-এইচএসসি পরীক্ষার নম্বর পুনর্বণ্টন করে শিক্ষা বোর্ডগুলো সার্কুলার জারি করে। এতে আগামী বছর থেকে এই দুই পরীক্ষায় বহুনির্বাচনী (এমসিকিউ) পরীক্ষা ৩০ নম্বরে এবং সৃজনশীল প্রশ্ন (সিকিউ) ৭০ নম্বরের হবে। তবে যেসব বিষয়ে ব্যবহারিক আছে, তাতে এমসিকিউ ২৫ নম্বর, সিকিউ ৫০ নম্বর এবং ব্যবহারিক পরীক্ষা হবে আগের মতোই ২৫ নম্বরে। সে অনুযায়ী এখন সৃজনশীল অংশে প্রশ্ন হবে ৭টি, যা আগে ছিল ৬টি। আর এমসিকিউ প্রশ্ন হবে ৩০ বা ২৫টি (৩০ শতাংশ), ■ পৃষ্ঠা ১৬ : কলাম ১

এসএসসি-এইচএসসি পরীক্ষা

সৃজনশীলে প্রশ্ন ৭টিই থাকবে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

যা ছিল ৪০ বা ৩৫টি।

এই নির্দেশনা জারির পর ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে শিক্ষার্থীরা আন্দোলনে নামে। রোববার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যান্টিনে এক সংবাদ সম্মেলনে আন্দোলনকারীরা শিক্ষামন্ত্রীকে আলটিমেটাম দিয়ে বলে, মঙ্গলবারের মধ্যে দাবির ব্যাপারে কোনো জবাব না পেলে কঠোর কর্মসূচিতে যাবে তারা। আন্দোলনকারীদের অন্যতম সমন্বয়ক সরকারি বিজ্ঞান কলেজের ছাত্র জোবায়ের রাইয়ান বলেন, তারা আগের মতোই ৬টি প্রশ্নে সৃজনশীল অংশের পরীক্ষা চান।

এদিকে সভা সূত্র জানায়, উদ্ভূত পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থীদের দাবির বিষয়ে শিগগিরই দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদদের সঙ্গে বৈঠক করবেন শিক্ষামন্ত্রী। এসব শিক্ষাবিদই সৃজনশীল প্রশ্নের ব্যাপারে পরামর্শ দিয়েছিলেন। তাদের সঙ্গে বৈঠকের পর ৯ অক্টোবর সংবাদ সম্মেলনে আসবেন শিক্ষামন্ত্রী। জানা গেছে, বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েই মঙ্গলবার এই জরুরি সভা ডাকা হয়। এতে নতুন পরীক্ষা পদ্ধতি এবং গোটা আন্দোলন পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা হয়। সভায় শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা বোর্ডের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা যোগ দেন। এতে সভাপতিত্ব করেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। শিক্ষামন্ত্রী দু-একদিনের মধ্যে এ ব্যাপারে আনুষ্ঠানিক কথা বলবেন।

এর আগে এ প্রসঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ রোববার যুগান্তরকে বলেন, যেসব বিশেষজ্ঞের পরামর্শে সৃজনশীল পদ্ধতি চালু করা হয়েছে, তাদের পরামর্শ ছিল ধীরে ধীরে এমসিকিউ প্রশ্ন তুলে দেয়া। এর পরিবর্তে কিছু লিখতে হবে এমন প্রশ্ন চালুর পরামর্শ আছে। আমরা সেদিকে না গিয়ে এমসিকিউতে ১০ নম্বর কমিয়েছি। এটা এ কারণে যে, এই পরীক্ষা নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। মন্ত্রী আরও বলেন, ২০১৫ সালের আগস্টে সৃজনশীল ও এমসিকিউ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত প্রকাশ করা হয়েছে। পরীক্ষা হবে ২০১৭ সালে। তাছাড়া বিশেষজ্ঞদের মতামত নিয়েই এই সিদ্ধান্ত। সুতরাং এই আন্দোলন উদ্দেশ্যপূর্ণ। আন্দোলনের পেছনে কারা আছে, তাদের আমরা খুঁজে বের করব। তিনি বলেন, যেহেতু ১০০ নম্বরের মধ্যে পরীক্ষা হয়, তাই এমসিকিউতে কমানো ১০ নম্বর সৃজনশীল অংশে যোগ করা হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব চৌধুরী মুফাদ আহমেদ যুগান্তরকে বলেন, এমসিকিউতে নম্বর কমানো এবং সিকিউতে বাড়ানোর কারণে সময়ের ক্ষেত্রে কোনো হেরফের নেই। কেননা নম্বর পুনর্বণ্টনের সঙ্গে সময়েরও পরিবর্তন আনা হয়েছে। আমরা এ নিয়ে কক্সবাজারের আবাসিক কর্মশালায়ও বিস্তারিত পর্যালোচনা করেছি। তারপরই সার্কুলার জারি করা হয়েছে।

এই কর্মকর্তা বলেন, আগে সিকিউ অংশে ছয়টি প্রশ্ন লেখার জন্য দুই ঘণ্টা ১০ মিনিট সময় দেয়া হতো। ওএমআর শিট পূরণের জন্য দেয়া হতো ১০ মিনিট। এখন শিক্ষার্থীদের সাতটি প্রশ্নের উত্তরের জন্য আড়াই ঘণ্টা সময় দেয়া হয়েছে। এখানে বাড়তি ২০ মিনিট দেয়া হচ্ছে। হেরফের হলে সর্বোচ্চ কয়েক সেকেন্ডের হতে পারে, মিনিটেরও নয়।

পর্যালোচনায় দেখা যায়, পরীক্ষার্থীরা আগের তুলনায় এখন বাড়তি সময় পাবে। আগে পরীক্ষা শুরুর ৫ মিনিট আগে খাতা দেয়া হতো। সিকিউ পরীক্ষার আগে খাতায় ওএমআর শিট পূরণে ৫-৭ মিনিট সময় ব্যয় হতো। ২০১৭ সালের পরীক্ষা থেকে ১৫ মিনিট আগে খাতা দেয়া হবে। তাছাড়া সিকিউ ও এমসিকিউয়ের ওএমআর শিট শুরুতেই দেয়া হবে। ফলে পরীক্ষার জন্য বরাদ্দকৃত ৩ ঘণ্টার মধ্যে এ কাজে কোনো সময় ব্যয় হবে না। ফলে শিক্ষার্থীদের ১০ মিনিট সময় বেঁচে যাবে। সুতরাং শিক্ষার্থীরা না বুঝে এই আন্দোলন করছে বলে মনে করেন শিক্ষা বোর্ড ও মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা।

গত কয়েক বছর এমসিকিউ প্রশ্ন কেন্দ্র থেকে ফাঁস ও শিক্ষার্থীদের উত্তর বলে দেয়ার ঘটনা ঘটছে। এসব অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষজ্ঞরা এমসিকিউ নম্বর কমানোর পরামর্শ দেন। পাশাপাশি পরীক্ষার শুরুতেই এমসিকিউ পরীক্ষা নেয়ার পরামর্শ দেন। চলতি বছরের এসএসসি-এইচএসসি পরীক্ষায় দ্বিতীয় সুপারিশ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।